পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় কয়েক লাখ শিক্ষার্থী

সংসদ নির্বাচনের পর বাকি পরীক্ষা!

■ নিজামুল হক

জাহাঙ্গীরনগরসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অপেক্ষায় তাবাসসুম সুলতানা। অবরোধের কারণে পরীক্ষা একের পর এক স্থগিত হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন রাজধানীর বিসিআইসি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ এই শিক্ষার্থী। তার বক্তব্য, পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছি। এত অপেক্ষা আর ভালো লাগছে না। প্রস্তুতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাবাসসুম সুলতানার মতো এভাবে অপেক্ষায় আছেন ৭/৮ লাখ শিক্ষার্থী।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়। অথচ এখনও জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়নি। স্থগিত হওয়ার পর ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখও এখন নির্ধারণ হয়নি। ফলে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার অংশ নেয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীদের দিন কাটছে অজানা শংকায়। সেশনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষার যাত্রা শুরু করতে হবে এদের।

শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির কথা বিবেচনায় পাবলিক পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবার পরই নেয়া হতো কলেজে ভর্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। কিন্তু এবার অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা না হলেও যথাসময়ে নেয়া হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অপেক্ষায় আছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ পরীক্ষার্থী। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ ডিসেম্বর।

কিন্তু বিপাকে পড়েছেন পরীক্ষা শেষ করতে না পারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আবেদনকারী পরীক্ষার্থীরা। কবে নাগাদ ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে তা জানেন না তারা। ফলে অজানা শংকা থেকেই যাচ্ছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত চতুর্থবার পিছিয়ে সংসদ নির্বাচনের পর ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরীক্ষার নতুন তারিখও ঘোষণা করা হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নির্বাচনের পর হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ১১, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর। এ পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে।

স্থগিত হবার পর মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা হয়নি। সূত্র জানিয়েছে, সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান বলেন, অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যথাসময়ে হচ্ছে। এ সময় রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। ফলে এটা ভালো সংবাদ। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কম হতো। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেত তাদের কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হতো না।